বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১ ডিসেম্বর ২০০৩

দু'বছর পূর্বে বিশ্বের জাতিসমূহ এইচআইভি/এইডস-কে পরাজিত করতে প্রতিশ্রুতি, সম্পদ ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর একমত হয়েছিল। ২০০১ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রতিশ্রুতি'র ঘোষণাপত্রে (declaration of commitment) এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়া হয়।

আমাদের প্রতিশ্রুতি এখনও বিদ্যমান। আমাদের সম্পদও ক্রমবর্ধিষ্ণু। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় কাজের পরিমান এখনও অনেক কম।

এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বতন্ত্রভাবে সরকার ও বৈশ্বিক তহবিল উভয়ের কাছ থেকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এইডস বিরোধী লড়াইয়ে অধিকাংশ দেশেই ব্যাপক জাতীয় কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এইডস বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং সাধারণ এবং ধর্মীয় গোষ্ঠিগুলো যারা প্রায়শই এইডস বিরোধী লড়াইয়ে প্রথম সারিতে থাকে- তারা সরকার এবং অন্যান্যদেরকে সমঅংশীদারের মতো সর্বোচ্চ সহযোগীতা করে যাচ্ছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী এ মহামারীর প্রাণঘাতি বিস্তার অব্যহত রয়েছে। গত বছর প্রতিদিন প্রতিমিনিটে ১০ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। সর্বোচ্চ আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে গড় আয়ু হ্রাস পেয়েছে মারাত্মকভাবে। নারীদের মাঝে এইডস সংক্রমণের হার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিমান বিশ্বে সকল এইডস আক্রান্তের প্রায় অর্ধেক। তেমন সংক্রমণ ছিল না এমন অনেক অঞ্চল, বিশেষ করে পূর্ব ইয়োরোপ, সমগ্র এশিয়া এবং উরাল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বর্তমানে এইডস বিস্তারলাভ করছে।

বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে এবছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তার চেয়েও বড় কথা নির্ধারিত ২০০৫ নাগাদ এইডস এর হার ও প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও আমরা সঠিক রাস্তায় নেই। বর্তমান হারে আমরা সবচাইতে সঙ্কটাপন্ন দেশগুলোতে এইডস এ আক্রান্ত তরুণের সংখ্যা একচতুর্থাংশে কমিয়ে আনা, আক্রান্ত শিশুদের হার অর্ধেকে হ্রাস, অথবা ব্যপক পরিচর্যা কর্মসূচী গ্রহণ - প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনে কখনই সক্ষম হব না।

স্পষ্টতই, সম্পদ এবং কর্মব্যবস্থার সাথে আমাদের প্রতিশ্রুতির সমন্বয় ঘটাতে অনেক বেশী কাজ করা জরুরী। আমাদের দাবী করা ঠিক হবে না যে, প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ অথবা অধিক জরুরী। আামদের রাজনৈতিক ও প্রায়োগিক আলোচ্যসূচীর মধ্যে এইডসকে অবশ্যই শীর্ষস্থানে রাখতে হবে।

আমাদের এইডস বিষয়ে খোলামেলা কথা বলা দরকার। চিত্তের দূর্বলতা, অস্বস্তিকর বাস্তবতা অস্বীকার, অথবা মানুষ সম্পর্কে পূর্ব সংস্কারজনিত কারণে বিশেষ করে এইডস এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবহেলা পোষণ করে আমরা কোন অগ্রগতিই অর্জন করতে পারবনা। কেউ যেন কল্পনাও না করেন যে , আমরা 'আমাদের' এবং 'তাদের' মাঝে বিভাজন করে নিজেদের রক্ষা করতে পারব। এইডস এর নির্মম জগতে 'আমাদের' ও 'তাদের' বলে কিছু নেই এবং সেখানে নীরবতার অপর নাম মৃত্যু।

আজকের এই বিশ্ব এইডস দিবসে, এইচআইভি/এইডস বিষয়ে স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্যে আমার সঙ্গী হতে আপনাদের প্রতি আহবান করছি। এই মহামারীকে ঘিরে আবর্তিত ঘৃণা, বঞ্চনা, এবং নৈশব্দের দেয়াল ছিন্ন করতে আমার সাথী হোন। আমার সাথে যোগ দিন কারণ, এইচআইভি/এইডস এর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হবে আপনাকে দিয়েই।

** *** **